চার্বাক দেহাত্মবাদ বিচারসহ ব্যাখ্যা কর (bhūtacaitanya vada)

ঈশ্বর যেমন স্বীকার্য নয়, তেমনি দেহ ভিন্ন আত্মার অস্তিত্বও স্বীকার্য নয়. দেহ ভিন্ন আত্মা প্রত্যক্ষগোচর নয় বলে তার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, প্রশ্ন হতে পারে চৈতন্যকে সর্বদা অনুভবে পাওয়া যায় — এই অনুভবের আশ্রয়রূপে আত্মা নামক দ্রব্য অস্বীকার করব কিভাবে?

চার্বাক বলেন চৈতন্য শরীরেই অনুভূত হয়। সুতরাং চৈতন্য শরীরের ধর্ম, ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ — এই চারটি মহাভূতের মিশ্রণের ফলে আমাদের দেহ সৃষ্টি হয়েছে, এই চারটি উপাদান দেহের আকারে পরিণত হলে এই দেহেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে এই চারটি উপাদানের কোনটিতেই চৈতন্য নেই, কিন্তু এই বিশেষ সংমিশ্রণের ফলে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। পান, চুন, খয়ের এই পদার্থগুলির একটিতেও লাল রং নেই, কিন্তু এগুলি একটি বিশেষ অনুপাতে মিশ্রিত করে চর্বন করলে লাল রং উৎপন্ন হয়।

'চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা', এখানে দেহকেই আমি শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়। 'আমি কালো', 'আমি পঙ্গু' ইত্যাদি বাক্য আমরা ব্যবহার করে থাকি, দেহই কালো বা পঙ্গু হয়ে থাকে, সুতরাং, আমি বলতে যা বুঝি তা দেহ থেকে ভিন্ন কিছুই নয়। প্রশ্ন হতে পারে 'আমার দেহ' এই বাক্য আমরা ব্যবহার করি। এখন যদি দেহ ও আমি অভিন্ন হয় তাহলে বাক্যটির অর্থ কী হবে? চার্বাকগণ বলেন, রাহুর শির বা মস্তক ভিন্ন আর কিছুই নয়, কিন্তু তবুও রাহুর শির এরূপ বাক্য আমরা ব্যবহার

উঠে করে থাকি, ঠিক সেরকম আমার দেহ এই বাক্যে আমি ও দেহ অভিন্ন।

কাজেই চার্বাকদের মতে চৈতন্য দেহ থেকেই জাত, দেহকে কেন্দ্র করেই চৈতন্যের জন্ম। দেহই যখন আত্মা, তখন দেহ বিনষ্ট হলে আত্মাও বিনষ্ট হয়। চতুর্ভূতের দ্বারা সৃষ্ট দেহ চতুর্ভূতে বিলীন হয়। সুতরাং মৃত্যুর পরে আত্মার আর পুনর্জন্ম হতে পারে না, কেননা দেহ ভস্মীভূত হলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দেহাতিরিক্ত আত্মা বলে কিছুই নেই। তাই আত্মার পরলোক প্রাপ্তিও অবিশ্বাস্য। পুনর্জন্ম, পারলৌকিক অস্তিত্ব ও ভণ্ড পুরোহিতদের কল্পনামাত্র। আত্মা সম্পর্কে চার্বাকদের এই মতবাদ 'দেহাত্মবাদ' বা 'ভূত-চৈতন্যবাদ' নামে পরিচিত।

চার্বাক মতে প্রাণশক্তি ও চৈতন্য এক। এটি জড় অচেতন পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই মতে চৈতন্য এবং মানব মনের বিচিত্র অনুভূতি ব্যাখ্যা করার জন্য একটি পৃথক জড় অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ - কোনটির পরমাণুতে চৈতন্য পাওয়া যায় না। অতএব, অণুদের বিশিষ্ট বিন্যাসের ফলে চৈতন্য উৎপন্ন হয়।

পর্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শনের সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে, চৈতন্যের উৎপত্তির জন্য দেহের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। যেখানে চৈতন্য আছে, সেখানে দেহ আছে, আবার যেখানে দেহ নেই, সেখানে চৈতন্য নেই। এরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকের সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি যে, দেহ ও চৈতন্যের মধ্যে কার্যকারণ

অবয়বের সম্বন্ধ আছে, চার্বাকমতে বলেন, স্নায়ু মস্তিষ্কের তারতম্য অনুসারে শারীরিক শক্তির তারতম্য ঘটে, তাদের মধ্যে বিশেষ সংঘর্ষ পীড়া হলে শারীরিক শক্তির বিশেষ হ্রাস বা লোপ পায়। সুতরাং, দেহ যখন বিনষ্ট হয় তখন স্নায়ুমণ্ডল তার চারটি ভূতে বিলীন হয়, চৈতন্য লুপ্ত হয়। অতএব, দেহই আত্মা।

দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে দেহে চেতনা স্বীকার করলে দেহের অবয়বেরও চেতনা স্বীকার করতে হবে, আর দেহের অবয়বের চেতনা স্বীকার করলে এক দেহে অনেক চেতনা স্বীকার করতে হবে, সেক্ষেত্রে চেতনাগুলির পরস্পর-বিরুদ্ধ ইচ্ছার উৎপত্তি হওয়ায় শরীর বিনষ্ট হয়ে যাবে।

দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি হল এই যে, দেহাত্মবাদ স্মৃতিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না, ~~কারণ~~ পূর্বদিনের অনুভূত বিষয় পরদিন স্মরণ হতে পারে না, কারণ পূর্বদিন যে শরীর ছিল পরদিন তা নেই, থাকে অন্য শরীর, বাল্যকালের শরীর যৌবনে থাকে না, যৌবনের শরীর বৃদ্ধকালে থাকে না — এটা অনুভব সিদ্ধ, এখন দেহ আত্মা হলে বাল্যকালে যে অনুভব ছিল যৌবনে বা বার্ধক্যে সে অনুভব থাকে না, সুতরাং বাল্যকালের অনুভূত বিষয়কে যৌবনে বা বৃদ্ধকালে স্মরণ করা যায় না, যে বিষয়ের অনুভব হয়নি সে বিষয়ের স্মরণ সম্ভব নয়, বাল্যকালে যে অনুভব হয়েছিল, তা বাল্যকালের অনুভব, যুবক শরীর বা বৃদ্ধ শরীর তা অনুভব করেনি, সুতরাং সে বিষয়ের স্মরণও

হতে পারে না। কিন্তু আমরা বাল্যকালের অনুভূত বিষয়-কে যৌবনে বা বার্ধক্যে স্মরণ করতে পারি, যে আমি বাল্যকালে পিতা-মাতাকে দেখেছিলাম, সেই আমি পরবর্তী বংশধরদের দেখছি- এখন আমাকে দেখে কেন ভিন্ন। সুতরাং, আমি অর্থাৎ আত্মা যে কাল ত্রয় ব্যাপী তা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল দেহ হতে পারে না।

এ আপত্তির উত্তরে চার্বাক বলেন, পূর্ব অনুভবগুলি যেসব সংস্কার রেখে যায়, ঐ পূর্বক্ষণ থেকে পরক্ষণে, অর্থাৎ পূর্বক্ষণের দেহ থেকে পরক্ষণের দেহে সংক্রমিত হয়, এবং এই সংস্কার উদ্ভূত হওয়াতে স্মরণ হয়।

দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে আরও বলা যায়, চৈতন্য যদি দেহের ধর্ম হতো, তাহলে অন্যান্য রূপ ইত্যাদির মতন চৈতন্য বাহ্য ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের বিষয় হতো, কিন্তু চৈতন্যকে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা যায় না। প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের কেবল নিজের মানসিক বিষয়েরই অন্তঃপ্রত্যক্ষ হয়। অপরের মানসবৃত্তির প্রত্যক্ষ হয় না। এই কারণেই চৈতন্য দেহের ধর্ম নয়।

চার্বাক মত অনুসরণ করেই চার্বাক দেহাত্মবাদ খন্ডন করা যায়। চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু চারটি ভূতের সংমিশ্রণে চৈতন্যের উৎপত্তি হতে আমরা কোথাও প্রত্যক্ষ করি না। অতএব, দেহাতিরিক্ত আত্মার বিরুদ্ধে চার্বাক মতবাদ যুক্তিসঙ্গত নয়। তবুও একথা বলা যায় যে, চার্বাক দেহাত্মবাদ প্রচার করে আমাদের দৃষ্টিকে অসীম থেকে সসীমের দিকে, আধ্যাত্মিক

থেকে মনুষ্য দেহের দিকে এবং মনুষ্য থেকে দ্রব্যের দিকে আকর্ষণ হয়।

V.V.I.